দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 17 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...১......

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির মতবিনিময় সভা

‘ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজন নেই ঃ যারা ধর্ম শিক্ষা করে তারাই মানুষ হত্যা করেছে রগ কাটছে’

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ আলী আসগর বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে জাতির বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটবে কিভাবে? একটি জাতির অনেক মানুষ, তাদের অনেক মত, এত মতের সমন্বয় কিভাবে হবে? ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক করতে হবে কেন? আর করবেই বা কিভাবে? ধর্ম কি একটা? মুসলমানদের কি একটা ধর্ম? প্রফেসর আবদুস সালামকে ওরা মুসলমান থেকে খারিজ করে দিয়েছে। আমাদের যাও একজন নোবেল পুরস্কার পেলেন, তাকেও মুসলমান থাকতে দেয়া হলো না। খৃস্টানদেরই কি একটা ধর্ম? গতকাল জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সাথে সাংবাদিকদের এক মতবিনিময় সভায় আলী আসগর এসব কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে এ সভায় আলী আসগর বলেন, তার মতে ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তিগত জ্ঞান। ধর্ম শিক্ষা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক হওয়া উচিত। ‘পাবলিক এডুকেশনে শিক্ষা পাবলিক হওয়া উচিত’। যারা ধর্ম শিক্ষা করে তারা প্রকৃতি জানে না, গণিত জানে না। ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে যারা নৈতিকতা শিক্ষা করে বলে দাবী করে তারাই স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে, মানুষ হত্যা করছে, এখন তারাই রগ কাটছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করছে। তার মতে, আরব দেশে মোহাম্মদ নাম দিলেই সারা বিশ্ব তাকে সন্ত্রাসী মনে করে। আলী আসগরের মতে, ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজন নেই, মানুষের ধর্ম সত্য অনুসন্ধান করা, সেই সত্য অনুসন্ধান করতে হবে। তিনি যখন এভাবে উত্তেজিত কণ্ঠে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এক পর্যায়ে বাধ সাধেন সভার সভাপতি, শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ শামসুল হক। তিনি ডঃ আসগরকে বলেন, আপনি কমিটির সদস্য, এভাবে সিদ্ধান্ত দিয়ে কথা বলবেন না, ৫৬ জন সদস্য আছেন, সবার মত মিলে সিদ্ধান্ত হবে। এক পর্যায়ে আলী আসগর সংবাদপত্র সম্পাদকদের আক্রমণ করে কথা বলতে থাকলে তাকে আবারও বাধা দেন প্রফেসর শামসুল হক। সম্পাদকদের আক্রমণ করে বক্তব্য রাখায় শিক্ষামন্ত্রী নিজেই বক্তব্য বন্ধ করতে বলেন আলী আসগরকে। আলী আসগরের ক্ষোভ, কোন এক সভায় রাখা তার একটি বক্তব্য সংবাদপত্রগুলো ছাপেনি, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ব্যস্ত শিক্ষক হয়েও গতকালের সভায় এসেছেন, কিন্তু সম্পাদকরা সবাই ঐ সভায় যাননি।

একই সভায় নিজের মত প্রকাশ করতে গিয়ে আজকের কাগজ সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমদ বলেন, ধর্ম মা-বাবা ঠিক করবে। স্কুলে এনে ধর্ম শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন নেই। ছয় মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরবী শেখা যায়, কোরআন পড়তে পারি। আমরা তিন মাস ছুটি নিয়ে গিয়ে কোরআন পড়ি না কেন? এটা শিক্ষার ব্যাপার নয়। ধর্ম এক জিনিস, ধর্ম শিক্ষা অন্য জিনিস। আমেরিকায় ধর্ম শিক্ষা দেয়া হয় না। আমাদের স্কুলে ধর্ম শেখানো যাবে না। ৬ বছর বয়সের মধ্যে ধর্ম শেখানো যায়। গ্রামে মানুষ নামাজ পড়ছে, ধর্ম শিখাচ্ছে। কাজী শাহেদের মতে, গ্রামে-গঞ্জে মেয়েদের দুনিয়ার ব্যাপারটা একটু না শেখালে আমরা আগাতে পারব না। তিনি বলেন, ক্যাডেট কলেজ, পাবলিক স্কুল ও ইংলিশ স্কুলগুলো দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিকসহ সৃজনশীল মানুষ তৈরী করতে পারে না।

একই সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে দি নিউ নেশন সম্পাদক আলমগীর মহীউদ্দিন বলেন, ইউরোপ-পাশ্চাত্যে ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সর্বত্রই ধর্ম শিক্ষা চালু আছে। তিনি একথা বলতেই তাকে বাধা দেন কাজী শাহেদ আহমেদ। তার মতে, ধর্ম শিক্ষার দরকার নেই। কিন্তু আলমগীর মহীউদ্দিন বলেন, সেক্যুলার শিক্ষায় নৈতিকতা অর্জিত হয় না। ধর্ম শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে।

সভায় বাংলাবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, সরকার আসে, সরকার যায়—শিক্ষানীতি প্রণীত হয় এবং বাতিল হয়ে যায়। আগামীতে আরেক সরকার এলে এই শিক্ষানীতি বাতিল হয়ে যাবে। তাই রাজনৈতিক স্বার্থে নয়, সকল দল-মত নিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে, না হয় এ প্রয়াস ব্যর্থ হবে। তিনি বলেন, কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট এখন কার্যকর হতে পারে না। এতে অনেক ভুল ধরা পড়েছে। এ রিপোর্ট প্রণয়নের পর সংবিধানেও পরিবর্তন এসেছে। তিনি বলেন, সরকারের দায়িত্ব ও ব্যর্থতা বাড়ছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের সমন্বয় প্রয়োজন। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে বেশী। কম্পিউটার শিক্ষা প্রয়োজন, ইন্টারনেট নয়।

ভোরের কাগজের যুগ্ম সম্পাদক আবদুল কাইয়ুম বলেন, ধর্ম শিক্ষা জটিল ব্যাপার। ধর্ম ব্যাপারটা আমরা বাসায় শিখি, গরীবরা বেশী শিখে। নামাজ, ধর্ম এগুলো আমরা বাসায় মৌলভী রেখে শিখি। এটা স্কুলে না এলেও অসুবিধা নেই। ধর্ম শিক্ষার জন্য আরবী ভাষা শিক্ষা যেন চাপিয়ে দেয়া না হয়। কোরআন শিক্ষার জন্য যেটুকু আরবী শেখা দরকার তা বাসায় শিখব। স্কুলে আরবী গ্রামার শেখানোর দরকার নেই।

সভায় শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, কোন একটি নীতি সারা জীবনের নীতি হতে পারে না। নীতি একটি দিক-নির্দেশনা, সিলেবাস যুগোপযোগী করা যায়, সংশোধন-সংযোজন করা যায়। তিনি বলেন, শিক্ষানীতি দলীয় দৃষ্টিকোন থেকে হবে না। শিক্ষানীতির খসড়া প্রণয়নের পর তা সংসদে আলোচনা হবে। আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে খসড়া রিপোর্ট প্রণীত হবে। ১৮টি সাব-কমিটি এজন্য কাজ করে যাচ্ছে। একটি সাব-কমিটি সংসদ সদস্যদের কাছে মতামত চেয়ে চিঠি পাঠিয়ে মাত্র ১৫ জনের মতামত পেয়েছে। তাদের কাছে অনেক সংগঠনের মতামত এসেছে। এগুলোর ভিত্তিতে কমিটি খসড়া প্রণয়ন করবে।